প্রশ্নঃমহিলাদের নামাজ কি পুরুষদের মতো? না কিছুটা আলাদা আছে?

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

জবাব,

উম্মাহর নারীরা আজীবন যেভাবে নামাজ পড়ে এসেছে তা শতভাগ পুরুষের মত নয়। এভাবেই আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। সেই সাহবী থেকে তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ক্রমধারায় কোটি কোটি মুসলিমাহ, পুণ্যবতী নারী নামাজ পড়ে আসছেন। নারী পুরুষের নামাজের যে পার্থক্যগুলোর ক্ষেত্রে উভয়ধারার আলেমগণ একমত -

১- মেয়েদের নামাজে আযান বা একামত নেই।
২- মেয়েরা উচ্চস্বরে কেরাত পড়বে না।
৩- মেয়েদের নামাজে সতর ঢাকার পরিমাণ পুরুষের চেয়ে বেশি।
৪- মেয়েদের মাথা উন্মুক্ত থাকলে নামাজ হবে না।
৫- মেয়েরা জামাতে নামাজ আদায় করলে পুরুষের পিছনে দাঁড়াবে
৫- মেয়েদের জন্যে জুময়ায় যাওয়া ফরজ নয়।
৬- মেয়েদের জন্যে জামাতে সালাত আদায় ওয়াজিব নয় ।
৭- মেয়েদের সালাত আদায়ের উত্তম জায়গা মসজিদ নয়, বরং ঘরের কোণ। পুরুষের জন্যে মসজিদে জামাতে অংশ নেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিব।
৮- ইমামের ভুল হলে ছেলেদের মত তাসবীহ বা সুবাহানাল্লাহ পড়বে না, বরং মেয়েরা নামাজে হাত চাপড়ে শব্দ করবে।
৯- ছেলেদের ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে সর্বপ্রথম কাতার, আর মেয়েদের জন্যে উত্তম হচ্ছে সর্বশেষ কাতার।
১০- পুরুষ নারীর ইমাম হতে পারে, কিন্তু নারী পুরুষের ইমাম হতে পারে না।
১১- ছেলেরা জামাতে নামাজ আদায়কালে ইমাম সবার সামনে দাঁড়াবে, কিন্তু মেয়েদের জামাতে মেয়ে ইমাম হলে সে সবার মাঝে সামান্য এগিয়ে দাঁড়াবে। (উল্লেখ্য, হাসান বসরী রহ., মালেকী ও হানাফী মাজহাব অনুযায়ী, শুধুমাত্র মহিলাদের জামাত নেই)
১২- নারী পুরুষ জামাত আদায়কালে ছেলেরা মুকাব্বির হতে পারবে। মেয়েরা পারবে না।

১৩- মেয়েরা পুরুষের সাথে জামাত আদায়কালে জোরে আমীন বলবে না।
১৪- মহিলা মাথার চুল বেঁধে নামায পড়তে পারে, কিন্তু (লম্বা চুল হলে) পুরুষ তা পারে না।
১৫- সেজদার সময় মহিলারা পুরুষের পর মাথা উঠাবে।
১৬- মহিলারা জামাতে নামাজ আদায় করলে তারা নামাজ শেষ করেই বেড়িয়ে যাবে। আর পুরুষের জন্যে নামাজের পর কিছুক্ষণ মসজিদে অপেক্ষা করা মুস্তাহাব।
১৭- কাতারে একাকী কোন পুরুষের দাঁড়ানো সকল আইম্মাদের মতে মাকরুহ। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে জায়েজ।
১৮- মেয়েদের জন্যে মুস্তাহাব হচ্ছে ওয়াক্ত শুরু হলেই সালাত আদায় করে নেয়া। পুরুষ তা করবে না। বরং আযান হলে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করবে।

এই সমস্ত পার্থক্যগুলো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই যে পার্থক্যগুলো, শরীয়তে এটা কেন করা হলো? জোরে কেরাত পরা যাবে না, তাসবীহ বলবে না, হাত চাপড়াবে, চুল খোলা রাখতে পারবে না ইত্যাদি। এই পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, প্রতিটা পার্থক্যের পিছনে একটা সূক্ষ্ম কারণ নিহিত রয়েছে, সেটা হচ্ছে 'পর্দা' 'আবৃত করা' বা 'লুকানো'! শরীয়তের মেজাজই হচ্ছে নারীকে নামাজে লুকানো, প্রকাশিত করা নয়। একটি হাদিস এই বিষয়কে আরো স্পষ্ট করে,

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, নারী হচ্ছে 'আউরাহ' (যাকে লুকানো হয়)। যখন কোন মেয়ে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে পুরুষের কাছে মোহনীয় করে তোলে। পক্ষান্তরে মহিলারা স্বীয় বাড়ীর সবচেয়ে গোপন স্থানে আল্লাহ পাকের অধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে।

সহীহ ইবনে খুযাইমা- ১৬৮৫,
মুজামুল কাবীর- ৯৪৮১, তিরমিজি ১১৭৩, ইবনে হিব্বান -৫৫৯৯ (সহীহ)

এই হাদিসের শুরু অংশটুকু খেয়াল করুন। আল্লাহর নবী শরীয়তের মেজাজ বলে দিয়েছেন এক বাক্যে। "নারী হচ্ছে আউরাহ"! হজ্ব থেকে নিয়ে সালাহ, সফরসহ বহু বিধানের ক্ষেত্রে স্রেফ মেয়েদের পর্দার কারণেই এত এত পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এই পার্থক্যগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু উভয়ধারার আলেমগণ একমত।

মেয়েদের নামাজের প্রচলিত আরো কিছু পদ্ধতি যাতে উভয়ধারার আলেমগণ একমত-

১- মহিলারা বুকে হাত বাধবে।
২- শেষ বৈঠকে দু পা ডানে বের করে বা পার্শ্বে ভর দিয়ে বসা।

এই ক্ষেত্রেও উভয়ধারার আলেমগণ একমত। আহলে হাদিস আলেমগণ একমত কারণ তারা এটাকেই কেবল সুন্নত মনে করেন। সেটা পুরুষের ক্ষেত্রে হোক বা নারীর ক্ষেত্রে। আর অন্যান্য আলেমগণ কেবল মহিলাদের ক্ষেত্রে এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন।

কয়েক বছর আগে অনেকেই বলতে দেখা গেল "নারী পুরুষের নামাজের কোন পার্থক্য নেই"! নারীদের নামাজে যে পার্থক্য গুলো মেনে নামাজ পড়া হয়, সে হাদিসগুলোর সনদ মজবুত নয়। সুতরাং তারা বললেন নামাজে কোন পার্থক্য নেই।

তাহলে প্রকৃত এখতেলাফ কোন জায়গায়?মাত্র কয়েকটি ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন।

১- মেয়েরা নামাজে হাত কোন পর্যন্ত তুলবে?

মাজহাব- কাধ পর্যন্ত বা বুক পর্যন্ত। আর সেটা ওরনার নীচে।

ভিন্নমত - কান পর্যন্ত।

২- মেয়েরা কীভাবে রুকু করবে?

মাজহাব- পুরুষের মত ঘাড় আর নিতম্ব সমান করে দিবে না। বরং অত্যন্ত সংকোচিতভাবে সামান্য ঝুকবে। যাতে হাত দিয়ে উরু নাগাল পাওয়া যায়।

ভিন্নমত- পুরুষের মতই পিঠ আর ঘাড় সমান করে দিবে।

৩- নারীরা কীভাবে সেজদা করবে?

মাজহাব - সিজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে মিলিয়ে রাখবে, কনুইসহ দু'হাত মাটিতে বিছিয়ে দেবেন। তাদের পেট দু'রানের সাথে মিলিয়ে দেবেন। উভয় বাহু পাজরের সাথে মিলিয়ে রাখবেন। হাত পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখবেন। পা খাড়া করবেন না। মোটকথা সিজদা এমন ভাবে করবে যাতে সতরের অধিক হেফাযত হয়। পুরুষের মত কোমর উচু করে দু হাত ছড়িয়ে লম্বা হয়ে সেজদা করবে না।

ভিন্নমত - পুরুষের মতই কোমর উচু করে দু হাত ছড়িয়ে লম্বা হয়ে সেজদা করবে ।

প্রসংগত, নারী পুরুষের নামাজের ভিন্নতা নেই, অথবা আছে। এই যে এখতেলাফ, এটা কেবল হানাফীদের বিরুদ্ধে নয়, বরং বলতে গেলে ৪ মাজহাবের সবার সাথেই এই এখতেলাফ। সুতরাং মত বর্ণনার ক্ষেত্রে "মাজহাব ও ভিন্নমত" এভাবে লেখা হয়েছে।

নারীকে বলা হয়েছে 'আওরাহ'। অর্থাৎ যাকে লুকোনো হয়, গোপন করা হয়। ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম দর্শন হচ্ছে এটাই। নারী তার সতর ও আওরাত এর ক্ষেত্রে যত্নশীল হবে, হওয়া উচিতও বটে । তাই অর্ধশত বছর আগ পর্যন্ত গত হওয়া প্রায় তাবত ফুকাহায়ে কেরাম নারীদের রুকু ও সেজদার পার্থক্য করেছেন। শালীনতা আর শরীয়তের মেজাজ "আওরাহ" এর প্রতি লক্ষ্য রেখে।

পুরুষের মত রুকু সেজদার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে এতে ঐ মাত্রায় শালীনতা থাকে না যেটা পার্থক্য করার ক্ষেত্রে থাকে। যেমন, পুরুষের রুকু হচ্ছে এই পরিমাণ মাথা ঝুকিয়ে দেয়া যাতে কোমড় আর ঘাড় সমান হয়ে যায়। এভাবে রুকুতে নিতম্বের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেটা পুরুষের ক্ষেত্রে সমস্যা না হলেও নারীর ক্ষেত্রে মানানসই নয়। পুরুষের সেজদার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, নিতম্ব উঁচিয়ে দেয়া। দু হাত বগল থেকে পৃথক করে ছড়িয়ে দেয়া। হাত যেন জমিনে না লাগে। আর পেট যেন হাটুতে না লাগে।

এই দু অবস্থা পুরুষের ক্ষেত্রে অবলীলায় মানানসই হলেও, মেয়েদের ক্ষেত্রে? নিঃসন্দেহে এটা শরীয়তের পর্দার মেজাজের সাথে যায় না। কারণ এভাবে মহিলারা রুকু বা সেজদায় গেলে, পিছনে মাহরাম অবস্থান করাও মুশকিল হয়ে যাবে। গায়রে মাহরাম তো কথাই নেই। যেমন ধরুন, হজ বা ওমরাহতে যেখানে খোলা জায়গায় নামাজ পড়তে হয়। সেখানে ঐভাবে পুরুষের মত রুকু সেজদা করা কি পর্দাপুশিদার সাথে মানানসই?

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে আলাদা তা হাদিস, আসারে সাহাবা, তাবেয়ীনদের ইজমা, এবং চার ইমামের ঐক্যমত্বের আলোকে যুগ যুগ ধরে অবিচ্ছন্ন সূত্র পরম্পরায় যেই পার্থক্যের আমল চলে আসছে, সেটাকে গায়রে মুকাল্লিদ (যারা ৪ মাজহাব এর অনুসারী নন) নেতৃস্থানীয় আলেমগণ ও তাদের নিকটযারা বরেণ্য ও গ্রহণযোগ্য আলেম, তারাও স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই আলোকে ফাতওয়া দিয়েছেন।নিম্নে তা দেওয়া হলো-

হাদীস শরীফের আলোকেঃ

হাদিস:১

أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود أنبأ بن وهب أنبأ حيوة بن – شريح عن سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل (سنن الكبرى للبيهقى، كتاب الحيض، باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود، رقم الحديث- 3016)

তাবেয়ী ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব রহ. বলেন-একবার রাসূল সা. দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্য) বললেন-‘‘যখন সেজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়। (সুনানুল বায়হাকী, হাদিস নং-৩০১৬,কিতাবুল মারাসিল লি ইমাম আবু দাউদ-৫৫, হাদিস নং-৮০)

হাদিস - ২

وَالآخَرُ حَدِيثُ أَبِى مُطِيعٍ : الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« إِذَا جَلَسْتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى ، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِى فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ : يَا مَلاَئِكَتِى أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا (السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَرْكِ التَّجَافِى فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، رقم الحديث-3324)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. ইরশাদ করেছন-“মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন (ডান) উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সেজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তায়ালা তাকে দেখে বলেন-ওহে আমার ফেরেস্তারা! তোমরা সাক্ষী থাক। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। (সুনানে বায়হাকী-২/২২৩, হাদিস নং-৩৩২৪)

হাদিস- ৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّتِي أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهَا عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَمِّهَا، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال : جئت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء............ ثدييها (المعجم الكبير، باب الواو، وائل بن حجر الحضرمي القيل، رقم الحديث-28)

হযরত ওয়াইল বিন হুজর রা. বলেন। আমি নবীজী সা. এর দরবারে হাজির হলাম। তখন তিনি আমাকে (অনেক কথার সাথে একথাও) বলেছিলেন যে, হে ওয়াইল বিন হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর। (আল মুজামুল কাবীর, হাদিস নং-২৮)

সাহাবায়ে কিরামের আমল ও ফতোয়া :

হাদিস - ১

عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها (مصنف عبد – الرزاق، كتاب الصلاة، باب تكبير المرأة بيديها وقيام المرأة و ركوعها وسجودها، رقم الحيث-5072)

হযরত আলী রা. বলেছেন-মহিলা যখন সেজদা করে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সেজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৮, হাদিস নং-৫০৭২, মুসান্নাফে ইবনে শাইবা-২/৩০৮, হাদিস নং-২৭৯৩, সুনানে কুবরা বায়হাকী-২/২২২)

মান- হাসান

হাদিস -২

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ. (مصنف ابن ابى شيبة، كتاب الصلاة، في المرأة كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ، رقم الحديث-2794)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করা হল-মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন-"খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/৩০২, হাদিস নং-২৭৯৪)

হাদিস -৩

عن امامنا الاعظم ابي حنيفة النعمان عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال :كن يتربعن ثم امرن ان يحتفزن . اخرجه ابو محمد الحارثي والاشنانى وابن خسرو من طريقه عن سفيان الثوري عنه . (راجع جامع المسانيد ج١ص٤٠٠)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ কে জিজ্ঞেস করা হল,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলারা কীভাবে নামায পড়তেন?তিনি বললেন,আগে তারা চারজানু হয়ে বসতেন,পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে।

(জামেউল মাসানীদ-ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) খঃ ১/৪০০, মুসনাদে আবী হানীফা বিরিওয়াতিল হাসকাফী-৩৭)

হাদিস -৪

ইবনে রাজাব হানবলী, তার লিখিত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল বারী"তে, সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর এর উদ্‌বৃতিতে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন,

وروى سعيد بن منصور بإسناده ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، قال كانت عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيها، وربما جلست متربعة .

"আয়েশা রা. বৈঠকে দুই উরু একদম মিলিয়ে রাখতেন এবং প্রায়শই দু পা ডানদিকে বের করে নিতম্বের উপর বসতেন।"

ফাতহুল বারী ৭/৩০০-

তাবেয়ীদের আমল ও ফাতওয়া:

আছার - ১

حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا شيخ لنا ، قال : سمعت عطاء ؛ سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة ؟ قال : حذو ثدييها(مصنف ابن ابى شيبه، كتاب الصلاة، باب من كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل رفع وخفض)

হযরত আতা বিন আবী রাবাহ কে জিজ্ঞেস করা হল-“নামাযে মহিলা কতটুকু হাত উঠাবে?” তিনি বললেন-“বুক বরাবর”। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা,-১/২৭০, হাদিস নং-২৪৮৬)

আছার- ২

، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل ؟ قال : لا ترفع بذلك يديها كالرجل - وأشار فخفض يديه جدا ، وجمعهما إليه جدا ، وقال : إن للمرأة هيئة ليست للرجل ، وإن تركت ذلك فلا حرج.

হযরত ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন-“আমি আতা বিন আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম-“মহিলা তাকবীরের সময় পুরুষের সমান হাত তুলবে?” তিনি বললেন-“মহিলা পুরুষের মত হাত তুলবেনা।

এরপর তিনি তার উভয় হাত (পুরুষ অপেক্ষা) অনেক নিচুতে রেখে শরীরের সাথ খুব মিলিয়ে রাখলেন এবং বললেন-মহিলাদের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে এমন না করলেও অসুবিধা নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/২৭০, হাদিস নং-২৪৮৯, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক,হাদিস নং-৫০৬৬,৬২৫১)

আছার -৩

حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ؛ أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيه إذا سجد كما تصنع المرأة.

হযরত মুজাহিদ বিন জাবর যিনি মক্কাবাসীদের ইমাম ছিলেন, প্রখ্যাত তাবেয়ী, তার থেকে বর্ণিত। তিনি পুরুষের জন্য মহিলার মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সেজদা করাকে অপছন্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/৩০২, হাদিস নং-২৮৯৬)

আছার - ৪

حدثنا رواد بن جراح ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، قال : ترفع يديها حذو منكبيها -.

হযরত যুহরী রহ. যিনি মদীনাবাসীদের ইমাম, তিনি বলেন-"মহিলা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/২৭০, হাদীস নং-২৪৮৭)

আছার - ৫

عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إذا سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت ولا تتجافى لكي لا ترفع عجيزتها –

হযরত হাসান বসরী যিনি বসরাবাসীদের ইমাম, ও কাতাদা রহ. বলেন-"মহিলা যখন সেজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সেজদা দিবেনা যাতে কোমড় উঁচু হয়ে না থাকে"। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৭, হাদিস নং-৫০৬৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/৩০৩)

আছার - ৬

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا ، وَلْتَضَعْ بَطْنَهَا عَلَيْهِمَا.(مصنف ابن ابى - شيبة، كتاب الصلاة، في المرأة كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ، رقم الحديث-2795)

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন-মহিলা যখন সেজদা করবে তখন যেন সে উভয় উরু মিলিয়ে রাখে এবং পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/৩০২, হাদিস নং-২৭৯৫)

আছার - ৭

عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت ولا – تتجافى كما يتجافى الرجل لكي لا ترفع عجيزتها

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. আরো বলেন-"মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সেজদা অবস্থায় হাত ও পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। পুরুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা না রাখে। যাতে কোমড় উঁচু হয়ে না থাকে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৭, হাদিস নং-৫০৭১)

আছার -৮

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ - يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلاَةِ ، وَلاَ يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يُتَّقي ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيءُ.

হযরত খালেদ বিন লাজ্জাজ, যিনি সিরিয়াবাসীদের ইমাম, তিনি বলেন-"মহিলাদেরকে আদেশ করা হত যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে। পুরুষদের মত না বসে। আবরণযোগ্য কোন কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনি করতে হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/৩০৩, হাদিস নং-২৭৯৯)

আছার - ৯

حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ «تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ - مَنْكِبَيْهَا»اخرجه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة برقم 50

উম্মে দারদা যিনি তাবেয়ীদের মধ্যে বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন, তিনি নামাজে কাধ পর্যন্ত হাত তুলতেন। (বুখারী- জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন- ৫০, সনদ সহীহ)

আছার - ১০

প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম ইবনু সীরিন (রহঃ) এর কন্যা হাফসা (রহঃ) থেকেও উক্ত আমল প্রমানিত । ইমাম ইবনু শাইবা (রহঃ) বর্ননা করেন

হাফসা বিনতে সীরিন (রহঃ) বুক বরাবর হস্তদ্বয় উঠিয়ে তাকবীর বললেন ।

— মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা , হাদিস নং ২৪৭৫

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম যে দীন শিখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে তা শিখেছেন তাবেয়ীগণ। তাঁদের এসমস্ত ফতোয়া থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়—নারীদের রুকু সেজদা পুরুষের মত নয়।

৪ ইমামের দৃষ্টিতে মহিলারা যেভাবে নামাজ পড়বে-

ফিক্বহে ইসলামীর চারটি সংকলন মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচলিত। হিজরী শতক এর কিছু পর থেকে এই মাজহাবগুলোর উপর উম্মাহ ১৩০০ বছর যাবত আমল করে আসছে। নারীদের নামাজের ভিন্নতা সম্পর্কে চার মাজহাবের ইমামদের মতামত তুলে ধরা হলো। যথা-

১. ইমাম আবূ হানীফা রহ.

احب الينا ان تجمع رجليها من جانب ولا تنتصب انتصاب الرجل، (كتاب الآثار-1/609)

ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর অন্যতম সাগরীদ ইমাম মুহাম্মদ রহঃ বলেন-“ আমাদের নিকট পছন্দনীয় হল, মহিলারা নামাযে উভয় পা একপাশে মিলিয়ে রাখবে। পুরুষের মত এক পা দাঁড় করিয়ে রাখবেনা। {কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ রহঃ-১/৬০৯}

روى امامنا الأعظم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كن يتربعن أمرن أن يحتفزن،

أخرجه أبو محمد الحارثى والأشنانى وابن خسرو من طريقه عن سفيان الثورى عنه، راجع جامع الماسانيد-1/400، وهذا أقوى واحسن ما روى فى هذا الباب، ولذا احتج به امامنا وجعله مذهبه وأخذ به،

ইমামে আজম আবু হানীফা রঃ নাফে রহঃ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ কে জিজ্ঞেস করা হল-"রাসূল সাঃ এর যুগে মহিলারা কিভাবে নামায পড়তেন?" তিনি বললেন-"আগে তারা চারজানু হয়ে বসতেন, পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে"। {জামেউল মাসানিদ-১/৪০০}

উক্ত হাদিসটি এ বিষয়ে বর্ণিত দলীলগুলোর মধ্যে শক্তিশালী। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা এর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। এ অনুযায়ী আমল করেছেন। এবং এটিকে নিজের মাযহাব বানিয়েছেন। {কিতাবুল আসার এর টিকা-১/৬০৭}

২- ইমাম মালেক রহ.

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফক্বীহ ইমাম আবুল আব্বাস আল কারাফী রঃ ইমাম মালিক রহঃ এর মত উল্লেখ করেন-

وأما مساواة النساء للرجال ففي النوادر عن مالك تضع فخذها اليمنى على اليسرى وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل

নামাযে মহিলা পুরুষের মত কিনা? এ বিষয়ে ইমাম মালিক রহঃ থেকে বর্ণিত। মহিলা ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে বসবে। রুকু সেজদা ও বৈঠকে কোন সময়ই ফাঁক ফাঁক হয়ে বসবেনা। পক্ষান্তরে পুরুষের পদ্ধতি হল ভিন্ন। {আয যাখীরা-২/১৯৩}

وقال الإمام مالك رحمه الله كما في النوادر لابن أبي زيد 1/186: «تجلس المرأة على وركها الأيسر، وتضع فخذها اليمنى على اليسرى، تضم بعضها إلى بعض، بقدر طاقتها، ولا تفرج في ركوع ولا سجود، ولا جلوس بخلاف الرجل».

ইমাম মালেক বলেন, মহিলারা তার বাম নিতম্বের উপর বসবে। আর ডান উরুকে বা উরুর উপর রাখবে। একটিকে অপরটির সাথে যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখবে। রুকু, সেজদা ও বৈঠকে

পুরুষের মত ফাঁকা ফাঁকা করে থাকবে না। অর্থাৎ মিলিয়ে রাখবে।
আননাওয়াদের লি ইবনে আবী যায়দ ১/১৮৬৬-

৩- ইমাম শাফেয়ী রহ.

قال الشافعي) وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون لها وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر ما يكون لها (كتاب الأم، باب الذكر في السجود)

ইমাম শাফেয়ী রহঃ বলেন-"আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তার রাসূল সাঃ ও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার নিকট পছন্দীয় হল- সেজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গ মিলিয়ে রাখবে। পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। আর সেজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চূড়ান্ত হেফাযত হয়। অনুরূপ রুকু, বৈঠক ও গোটা নামাযে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের পুরোপুরি হেফাযত হয়। {কিতাবুল উম্ম-১/১৩৮)

وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في مختصر المزني 8/109: «ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة».

ইমাম শাফেয়ী বলেন, পুরুষ আর মহিলার নামাজে আমলগত ভিন্নতা নেই, তবে মহিলাদের জন্যে মুস্তাহাব হচ্ছে সেজদায় এক অংগের সাথে অপর অংগ মিলিয়ে রাখবে। আর পেটকে উরু থেকে পৃথক করবে না। যাতে অধিক সতর রক্ষা হয়। এটা রুকুর ক্ষেত্রেও, বরং নামাজের সব আমল আদায়ের ক্ষেত্রে (সতর হেফাজাত করাটা অধিক পছন্দনীয়)!

وينظر المغني لابن قدامة 1/403 والمجموع للنووي 3/526 وحاشية العدوي 1/270 وحاشية الدسوقي 1/249

-- ইমাম নববী লিখেন

"ইমাম শাফেয়ী আল মুখতাসার গ্রন্থে বলেন, পুরুষ মহিলার নামাজে পার্থক্য নেই, তবে মেয়েদের জন্যে মুস্তাহাব হলো, তারা এক অংগের সাথে অন্য অংগ মিলিয়ে রাখবে। আর সেজদায় পেটকে উরুর সাথে সম্পৃক্ত করবে। যা সতরের অধিক রক্ষাকারী! এটা রুকুর ক্ষেত্রেও মুস্তাহাব।...

৪- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.

ইমাম আহমদ রহঃ এর ফাতওয়া উল্লেখ আছে ইমাম ইবনে কুদামা রহঃ এর আল মুগীনী কিতাবে।

فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها

তাকবীরের সময় মহিলারা হাত উঠাবে কি উঠাবে না? এ বিষয়ে কাজী [আবু ইয়াজ] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ থেকে দু'টি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত হল হাত উঠাবে। কেননা খাল্লাল হযরত উম্মে দারদা এবং হযরত হাফসা বিন সীরীন থেকে সনদসহ বর্ণনা করেন যে, তারা হাত উঠাতেন। ইমাম তাউসের বক্তব্যও তাই। উপরন্তু যার ব্যাপারে তাকবীর বলার নির্দেশ রয়েছে তার ব্যাপারে হাত উঠানোরও নির্দেশ রয়েছে। যেমন পুরুষ করে থাকে। এ হিসেবে মহিলারাও হাত উঠাবে। তবে সামান্য। আহমাদ রহঃ বলেন-"তুলনামূলক কম উঠাবে"।

দ্বিতীয় মত হল-"মহিলাদের জন্য হাত উঠানোরই হুকুম নাই। কেননা হাত উঠালে কোন অঙ্গকে ফাঁক করতেই হয়, অথচ মহিলাদের জন্য এর বিধান দেওয়া হয়নি। বরং তাদের জন্য নিয়ম হল রুকু সেজদাসহ পুরো নামাযে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে। {আল মুগনী-২/১৩৯}

ইবনে কুদামা হানবলী, আল মুগনীতে আরো বলেন, "নামাজে মহিলা পুরুষ এর বিধান একই। তবে মহিলারা রুকু ও সেজদাতে নিজেদের অংগগুলোকে মিলিত রাখবে। বসার ক্ষেত্রে দু পা ডানে বের করে দিয়ে বসবে। নামাজের ক্ষেত্রে মৌলিক নির্দেশে নারী পুরুষ উভয়েই শামিল। তবে যেহেতু নারীকে হাদিসে 'আওরাহ' বলা হয়েছে। তাই তারা পুরুষের রুকু সেজদায় সটান হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা অবলম্বন করবে। কারণ এভাবে সতর রক্ষা হয়! কারণ পুরুষের মত রুকুর সেজদা করতে গেলে আপনি নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না যে মেয়েদের সতরের সমস্যা হবে না। আলী রা. বলেছেন, যখন মহিলারা সালাত আদায় করবে তখন যেন জড়সড় হয়ে থাকে, আর উরুকে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার ঘরের মহিলাদেরকে নির্দেশ দিতেন, দু পা মিলিতকরে ডানে বের করে দিয়ে বসবে।

হানবলী মাজহাবের অপর গ্রন্থ- আল ইনসাফে আছে।

"নামাজের মহিলারা পুরুষের মতই, তবে তারা রুকু ও সেজদায় নিজদেরকে গুটিয়ে রাখবে। অনুরুপ নামাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এতে কারো দ্বিমত নেই।"
আল ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহী মিনাল খেলাফ- ২/৯০

হাদিস বিশারদদের অভিমত -

১/ ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক আসসানআনী! (২১১ হি.)

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আসসানআনী তার গ্রন্থে "আল মুসান্নাফ" যা মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক নামে প্রসিদ্ধ, এই গ্রন্থের ৩/১২৬-১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, তিনি নারীদের নামাজ ভিন্নতা প্রমাণে 'মেয়েদের নামাজে দাঁড়ানো/রুকু করা/বৈঠকে মেয়েরা যেভাবে বসবে' ইত্যাদি শিরোনামে হাদিস ও আছার উল্লেখ করেছেন।

২/ ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা- (২৩৫ হি.)

ইবনে আবী শাইবা তার হাদিস গ্রন্থ 'আল মুসান্নাফে' নারীদের নামাজের ভিন্নতার সপক্ষে বিভিন্ন আছার পেশ করেছেন। তার শিরোনামগুলো খেয়াল করলেই স্পষ্ট হয়, সালাফে সালেহীন মহিলাদের নামাজে ভিন্নতার প্রবক্তা ছিলেন। যেমন তিনি শিরোনাম দিয়েছেন "মহিলারা সেজদারত অবস্থায় যেভাবে থাকবে", "অধ্যায়ঃ নামাজে মেয়েরা যেভাবে বসবে" ইত্যাদি। (১/২৪২ বা ২/৫০৩-৫০৮)

এই দুই বিদগ্ধ হাদিসের ইমাম, যারা ইমাম বুখারীর পূর্বসূরি, বুখারী তাদের সূত্রে হাদিস বর্ণনাও করেছেন । তাদের কিতাবে আলাদাভাবে শিরোনামই দিয়েছেন, নারীদের নামাজের পার্থক্য প্রমাণ করে।

৩/ ইমাম আহমদ বিন হানবল

ففي مسائل أبي داود ص75 قال:

«سألت أحمد عن المرأة، كيف تسجد؟ قال: تضم فخذيها، قلت لأحمد: فجلوسها مثل جلوس الرجل؟ قال: لا».

ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি আহমদ বিন হানবলকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলারা কীভাবে সেজদা করবে? তিনি বললেন, উরুর সাথে মিলিয়ে জড়সড় হয়ে। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি পুরুষের মতই বসবে? তিনি বললেন, না পুরুষের মত বসবে না।
মাসায়েলে আবী দাউদ- ৭৫

৪/ ইমাম আবু দাউদ

ইমাম আবু দাউদ, তার মারাসীলে একাধিক হাদিস দিয়ে প্রমাণ করেন যে নারীদের নামাজে রুকু সেজদাতে ভিন্নতা রয়েছে।

৫/ ইমাম তিরমীজী

'সালাত অধ্যায়' এর "রুকু অবস্থায় উভয় হাত পেটের পার্শ্বদেশ হতে পৃথক রাখা" শিরোনামে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর সময় দুই হাত দুই হাটুতে রাখলেন। তিনি হাত দু'টোকে টানা তীরের মত (সোজা) রাখলেন এবং পার্শ্বদেশ হতে পৃথক (ফাক) করে রাখলেন।"

এরপরে ইমাম তিরমিজী বলেন, "এই আমল আহলে ইলম গ্রহণ করেছেন। যে "পুরুষরা" রুকু ও সেজদাতে তাদের দুইহাত পার্শ্বদেশ (পেট) থেকে পৃথক রাখবে।" (হাদিস- ২৬০)

শায়খ আলবানী রহ, 'আসলু সিফাতিস সালাহ' গ্রন্থের ২/৬৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, "ইমাম তিরমীজীর এভাবে পুরুষের সাথে এই বিধানকে খাস করে দেয়ার দ্বারা বোঝা যায়, মহিলারা নামাজে তাদের অংগগুলো পৃথক করবে না। বরং একটি অংগ অপর অংগের সাথে মিলিয়ে রাখবে। এটা হানাফী, শাফেয়ী ও অন্যান্যদের মাজহাব। ইবনে হাজাম এর বিপরীত মত দিয়েছেন।"

৬/ ইমাম তাহাবী (৩২১হি.)

শারহু মুশকিলিল আছার ও আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বিভিন্ন দলীল দিয়ে প্রমাণ করেছেন, নারীদের নামাজে রুকুর সেজদা ও বৈঠকে পার্থক্য রয়েছে।

৭/ ইমাম বায়হাকী। (৪৫৮ হি.)

তিনিও তার কিতাব, সুনানে বায়হাকী তে (২/২২২) বলেন,
"নামাজে বিভিন্ন বিধানে মহিলাদের ভিন্নতার ক্ষেত্রে মূলত বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সতর। অর্থাৎ, মহিলারা নামাজ ঐভাবে আদায় করতে আদিষ্ট, যেভাবে আদায় করলে অধিক আব্রু হেফাজত হবে। সামনের অধ্যায়গুলোতে এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে..."

আহলে হাদিস ও সমধারার আলেমগণ, যাদের মতে নারীদের নামাজ ভিন্ন --

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতিতে ইতোপূর্বে যা কিছু উল্লেখ করা হল তথা হাদিস, আসারে সাহাবা, তাবেয়ীনদের ইজমা, এবং চার ইমামের ঐক্যমত্বের আলোকে যুগ যুগ ধরে অবিচ্ছন্ন সূত্র পরম্পরায় যেই পার্থক্যের আমল চলে আসছে, সেটাকে গায়রে মুকাল্লিদ (যোরা ৪ মাজহাব এর অনুসারী নন) নেতৃস্থানীয় আলেমগণ ও তাদের নিকটযারা বরেণ্য ও গ্রহণযোগ্য আলেম, তারাও স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই আলোকে ফাতওয়া দিয়েছেন।

১/ শায়খুস ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহ.) বলেন

كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ أُمِرَتْ أَنْ تَجْتَمِعَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تُجَافِي بَيْنَ أَعْضَائِهَا وَأُمِرَتْ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا . بِخِمَارِ وَلَوْ كَانَتْ فِي جَوْفِ بَيْتٍ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ الْأَجَانِبِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِسَتْرٍ لَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَرَهَا بَشَرٌ.

এমনিভাবে মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নামাজে জড়সড় হয়ে থাকতে, অংগগুলোকে পুরুষের মত সমান না করে দিতে। আরো আদেশ দেয়া হয়েছে মহিলারা যেন মাথার চুল ঢেকে রাখে। কারণ হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা কোন নারীর নামাজ কবুল করবেন না মাথা আবৃতকরণ ব্যতীত। যদিও সে ঘরের এমন কোণে থাকে, যেখানে কেও তাকে দেখছে না। এই হাদিসটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, শরীয়ত নারীকে সতর এর কারণে কিছু হুকুম দিয়েছে যা পুরুষকে দেয় নি।
(মজমুয়ায়ে ফতওয়া ২২/১৫০)

يَأْمُرُونَ الْمَرْأَةَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَجْمَعَ وَلَا تُجَافِي بَيْنَ أَعْضَائِهَا وَتَتَرَبَّعَ وَلَا تَفْتَرِشَ وَفِي الْإِحْرَامِ لَا تَرْفَعَ صَوْتَهَا إلَّا بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ رَفِيقَتُهَا وَأَنْ لَا تَرْقَى فَوْقَ الصَّفَا والمروة. كُلُّ ذَلِكَ لِتَحْقِيقِ سَتْرِهَا وَصِيَانَتِهَا وَنُهِيَتْ أَنْ تُسَافِرَ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন নামাজে জড়সড় হয়ে থাকে, অংগগুলোকে পুরুষের মত সমান করবে না। পুরুষের মত পায়ের উপর বসবে না। বরং দু পা বের করে দিয়ে

বসবে। এমনিভাবে এহরামেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নারী কন্ঠ উঁচু করবে না। তবে এই পরিমাণ উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পড়তে পারবে, যাতে কেবল তার সংগী ব্যক্তি শুনতে পায়। মহিলারা সাফা ও মারওয়াতেও দৌড়াবে না। (কারণ দৌড়ালে শরীরের ভাজ স্পষ্ট হয়ে যায়) আর এর প্রত্যেকটি করা হয়েছে, নারীর সতর রক্ষাকে নিশ্চিত করতে।
(মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া ৩৪/১৩০)

২/ ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়াহ (রহ.) বলেন,

وَلِهَذَا شُرِعَ فِي حَقِّ الْإِنَاثِ مِنَ السِّتْرِ وَالْخَفَرِ مَا لَمْ يُشْرَعْ مِثْلُهُ لِلذُّكُورِ فِي اللِّبَاسِ وَإِرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا أَوْ أَكْثَرَ، وَجَمْعِ نَفْسِهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ دُونَ التَّجَافِي، وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلَا تَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ

এই কারণেই শরীয়তে নারীদেরকে সতর ও লজ্জানম্র হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেটা পুরুষকে দেয়া হয় নাই। যেমন পোষাকের ক্ষেত্রে, আচলের নিম্নভাগ এক বিঘত বা তার চেয়ে বেশি ঝুলিয়ে দেয়া, রুকু সেজদার ক্ষেত্রে জড়সড় হয়ে থাকা, পুরুষের মত অংগগুলোকে পৃথক রাখবে না, কেরাতের সময় কন্ঠস্বর উচু করবে না। তাওয়াফের সময় দ্রুত চলবে না।
(যাদুল মায়াদ ৫/৪৪২)

৩/ দাউদ গজনবী ও আব্দুল জাব্বার গজনবী (রহ.)

মাওলানা মুহাম্মদ দাউদ গযনবী রঃ এর পিতা আল্লামা আব্দুল জাব্বার গযনবী রহঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হল-"মহিলাদের নামাযে জড়সড় হয়ে থাকা কি উচিত?" জবাবে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করার পর লেখেন-"এর উপরই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের চার মাযহাব ও অন্যান্যের মাঝে আমল চলে আসছে"।

এরপর তিনি চার মাযহাবের কিতাবের উদ্‌ধৃতি প্রদান করার পর লিখেন-"মোটকথা মহিলাদের জড়সড় হয়ে নামায পড়ার বিষয়টি হাদীস ও চার মাযহাবের ইমামগণ ও অন্যান্যের সর্বসম্মত

আমলের আলোকে প্রমাণিত। এর অস্বিকারকারী হাদীসের কিতাবসমূহ ও উম্মতে মুসলিমার সর্বসম্মত আমল সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ”। (ফাতওয়ায়ে গযনবীয়্যা-২৭-২৮, ফাতওয়ায়ে ওলামায়ে আহলে হাদিস—৩/১৪৮-১৪৯, মাযমুয়ায়ে রাসায়েল-মাওলানা মুহাম্মদ আমীন সফদর-১-৩১০-৩১১)

৪/ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী (রহ.)

একইধারার অপর মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী “সুবুলুস সালাম” শরহু বুলুগিল মারাম” গ্রন্থে (১/৩৫১-৩৫২) বিভিন্ন হাদিসের আলোকে পুরুষ ও মহিলার সেজদার পার্থক্য করেছেন।

৫/শাইখ ইসহাক (সালাফি আলেম)

পাকিস্তান এর বিখ্যাত সালাফি ও আহলে হাদিস শায়েখ, মৌলভী ইসহাক সাহেব বলেন "মাগার ইয়ে বাত পুরি উম্মাত কা ইজমা কী খেলাফ... অর্থাৎ নারী পুরুষের নামাজের পার্থক্য নেই, এমনটা বলা হয়। কিন্তু এই কথাটা পুরো উম্মাহর ইজমার বিপরীত। সমস্ত উম্মাত, সাহাবা তাবেয়ী থেকে নিয়ে যত আলেম অতিবাহিত হয়েছেন, কারো এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিল না যে মহিলাদের নামাজ পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। মহিলাদের নামাজ তো ঐভাবেই পড়া উচিত যেভাভে পড়লে পর্দা রক্ষা হবে, সতর অষ্পষ্ট থাকবে। কোন অংগ পুরুষের মত উঁচিয়ে থাকবে না।"

শায়খ ইসহাক এর ভাষায়, পুরো উম্মাহর হাজার বৎসর যাবত চলে আসা আমলের বিপরীত ফতোয়া দেয়াটা "একটা ফিতনা"!

তিনি আরো বলেন, "দেখুন। আপনারা যখন হজ্বের ক্ষেত্রে মেয়েদের তালবিয়া পাঠের ক্ষেত্রে

বলেন যে মেয়েরা অনুচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। তখন আপনারা বলেন যে "এভাবেই আহলে ইলমরা বলে আসছেন"! এক্ষেত্রে তো আহলে ইলম এর কথাকে মানছেন। অথচ রাসূল সা. উচু আওয়াজে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দেয়ার সময় কি বলে দিয়েছেন, যে এটা কেবল পুরুষের জন্যে? তিনি তো ঐভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন ব্যাপকভাবে। যেমনটা নামাজে বলেছেন। তাহলে তালবিয়ার ক্ষেত্রে নারীকে আলাদা করছেন কেন? আর নামাজের ক্ষেত্রে একসাথে গুলিয়ে ফেলছেন। সাফা মারওয়াতে কি মেয়েরা দৌড়াবে? সেখানে তো বলেন মেয়েরা দৌড়াবে না। কারণ দৌড়ালে পর্দার খেলাফ হবে। দেহের আকৃতি ফুটে উঠবে। অথচ রাসূল সা. তো সেখানে নারী পুরুষকে আলাদাভাবে কিছু বলেন নাই। সেখানে কেন নারীকে পৃথক করা হলো?"

৬/ শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ

islamqa তে এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেখেছিলাম । যার একটিতে শায়খ আলবানী রহ. এর মতামত অনুযায়ী তারা বলেছেন নারী পুরুষের নামাজে ভিন্নতা নেই। অপর আরেকটি ফতয়া তারা দিয়েছেন, সেখানে শায়খ আলবানির মতের বিপরীত মতগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইমাম ইবনে কুদামা হানবলী, ইমাম নববী প্রমুখদের মতামত উল্লেখ করে সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। যাতে স্পষ্ট করেই বলা আছে নারীদের রুকু সেজদা পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন।

" كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار - رواه الخمسة . وفي كعبها وقدميها خلاف . قال في المغني (2/328) . وأما سائر بدن المرأة الحُرَّة فيجب سترها في الصلاة وإن انكشفت منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيراً وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .

মহিলার সমস্ত শরীর 'আওরাহ' এবং তার মুখমণ্ডল ব্যতীত নামাজের সময় অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার নামায কবুল হবে না যতক্ষণ না সে একটি পোশাক না পরে। খিমার (মাথা-ঢাকনা)। (পাঁচজন মুহাদ্দিসের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে) তার হিল এবং পা ঢেকে রাখা উচিত কিনা তা নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। আল-মুগনী (2/328) এর লেখক বলেছেন: “মুক্ত নারীর শরীরের বাকি অংশ,

নামাজের সময় অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। যদি কোন অংশ অনাবৃত হয়, তবে এটি তার নামাযকে বাতিল করে দেয়, শুধুমাত্র সামান্য অংশ খোলা ছাড়া। মালিক, আল-ওজায়ী এবং আল-শাফি'ই একই কথা বলেছেন।

- (2/258) أنَّ المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي ... لأنه أستر لها . المغني .

وقال النووي قال الشافعي في المختصر ولا فرق بين الرجال و النساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة . انتهى (انظر المجموع (3/429) .

মহিলার উচিত রুকূ ও সেজদার সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার শরীরের কাছাকাছি রাখা এবং সেগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি আরও শালীন এবং আবৃত। (আল-মুগনী ২/২৫৮)। আল-নাওয়াবী বলেন: "আল-শাফিয়ী বলেছেন, আল মুখতাসারে: নামাযের মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবে নারীরা যেন তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একে অপরের কাছাকাছি রাখে এবং সেজদার সময় তাদের পেট তাদের উরু স্পর্শ করে। এটি রুকূতে এবং বাকী সালাতের ক্ষেত্রেও অধিক আচ্ছাদিত এবং পছন্দনীয়।" (দেখুন আল-মাজমু' 3/429)।

- وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع 3/455 : و يخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء :

1- لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال .

2- تقف إمامتهن وسطهن .

3- تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .

4- إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وفائدة مما سبق يُعلم تحريم الاختلاط انتهى . والله الموفق .

ইমাম আল-নাওয়াবী, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেন, বলেছেন (আল-মাজমু’ 3/455):
"মহিলারা বিভিন্ন উপায়ে জামাতে নামাজে পুরুষদের থেকে আলাদা:

(1) পুরুষদের মতো তাদের জন্য জামাত নামাজের প্রয়োজন নেই।

(২) একদল মহিলার ইমাম (প্রথম) কাতারের মাঝখানে দাঁড়ান।

(৩) (একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ নামায পড়লে) তার উচিত হবে তার পিছনে দাঁড়ানো, তার পাশে নয়।

(৪) মহিলারা পুরুষের পিছনে কাতারে নামায পড়লে সামনের কাতার অপেক্ষা পিছনের কাতার তাদের জন্য উত্তম।

সুপ্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি বোন/ ভাই,

উপরোক্ত আলোচনা, হাদীস থেকে বুঝা যায় যে নারী পুরুষের নামাজের পার্থক্য রয়েছে এবং তা সাহাবা, তাবেয়ীনদের ইজমা, এবং চার ইমামের ঐক্যমত্বের আলোকে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

(আল্লাহই ভালো জানেন।)

তথ্যসুত্রঃ

- নারী পুরুষের নামাজ এক ! - মুফতি আবদুল্লাহ আল মাহমুদ।
- উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা আব্দুল মতীন দা.বা. এর অনবদ্য গ্রন্থ “দলীলসহ নামাযের মাসায়েল” নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহকৃত।

- https://ahlehaqmedia.com/6052-2/
- https://www.alkawsar.com/bn/article/1758/
- সিজদায় দুই বাহু বিছিয়ে দেয়া-মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

নাম- ফাহিমা আফরোজ সুচি

আইডি-১৯০২০৪৮

ব্যাচ-১৯০২

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

ঠিকানা -২৬/১,অভয়দাসলেন, টিকাটুলি, ঢাকা -১২০৩

ফোন-০১৭৭৫৭৫৭৫১৯